তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3
003
29

শিক্ষাঙ্গন

দূর শিক্ষণে বি, এড, কোর্সের সমস্যা।

দূর শিক্ষণে বি, এড কোর্সটি বাংলাদেশের পটভূমিতে একটি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। দেশের প্রায় ৭০ হাজার অ-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের ঘরে বসে এই পদ্ধতিতে বি, এড পড়াবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। সনাতন পদ্ধতিতে ৭০ হাজারেরও অধিক কর্মরত অ-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে করা সম্ভব নয় বিধায় সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি এই নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। নিজস্ব পেশায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থেকে ঘরে বসে বি, এড পড়ার এক অপূর্ব সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এই পদ্ধতির মাধ্যমে। এটি একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় পদক্ষেপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোর্সের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনায় কিছু একটি বিচ্যুতি রয়েছে যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(ক) কোর্সের আবশ্যিক বিষয়ঃ এই কোর্সের মোট ৫টি বিষয়কে আবশ্যিক করা হয়েছে। তন্মধ্যে "শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা" নামে একটি বিষয় আছে যা সম্পূর্ণভাবে পরিসংখ্যান ভিত্তিক। প্রতিটি সেমিষ্টারে উক্ত বিষয়ে অর্থাৎ পরিসংখ্যানে ১০০ মার্কের পরীক্ষা দিতে হয়। প্রত্যেক সেমিষ্টারে পরিসংখ্যানে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা অত্যন্ত জটিল এবং বিস্তারিত যা সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য বোধগম্য নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় সেমিষ্টারের জন্য নির্ধারিত পরিসংখ্যান বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। কলা বিভাগ এবং বাণিজ্য বিভাগের সাথে জড়িত শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে এই বিষয়টি আয়ত্ত করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উল্লেখ্য যে, শিক্ষক-শিক্ষিকা অন্যান্য বিষয়ে কৃতকার্য হলেও পরিসংখ্যানে যার পর নাই খারাপ করেছে। তাই এই বিষয়টা আবশ্যিক না করে ঐচ্ছিক রাখা যেতে পারে। বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য বিষয়টি অবশ্য সহজ এবং আয়ত্ত করতে সময় কম লাগে। তাই দূর শিক্ষণে বি, এড কোর্সে পরিসংখ্যান বিষয়টি ঐচ্ছিক রাখার জন্য সুপারিশ করা হলো।

(খ) পরীক্ষার সময়সীমাঃ প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার সময়সীমা আড়াই ঘণ্টার পরিবর্তে ৩ ঘণ্টা করা উচিত। কেননা, আড়াই ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১০০টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিষয়টি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

(গ) পরীক্ষার পাস নম্বরঃ প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৩৫ নম্বর না পেলে কৃতকার্য বলে গণ্য করা হয় না। তাই অনেকে ৩৩ নম্বর পেয়েও অকৃতকার্য বলে গণ্য হয়েছে। যেহেতু এই কোর্সে শিক্ষক-শিশিকাকে নিজ নিজ ঘরে বসে পাঠ তৈরী করতে হয় তাই অনেকের পক্ষে, ৩৫ নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় পাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব শতকরা ৩৫ অর্থাৎ প্রতি বিষয়ে ৩৫% নম্বর অর্জন করা অনেকের জন্য বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই পাস ৩৫-এর পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ অন্যান্য পরীক্ষার ন্যায় এই কোর্সের পরীক্ষায় ৩৩% অর্থাৎ প্রতি বিষয়ে ৬.৬০ পাস মার্ক হিসাবে গণ্য করা প্রয়োজন।

(ঘ) বই বিতরণ ও কোর্স ফিঃ প্রতি সেমিষ্টারে কোর্স সামগ্রীর জন্য ১৫০/- টাকা দিতে হয় যা কিছুটা বেশী বলে মনে হয়। কোর্স সামগ্রীর জন্য ১০০/- টাকা করা উচিত। পরীক্ষা ফি প্রতি সেমিষ্টারের জন্য ১৫০/- টাকা করা হয়েছে যা ১০০/- টাকা করা বাঞ্ছনীয়। টিউটরিয়াল ও পরামর্শ ফি ১০০/- টাকা করে নেয়া হচ্ছে যা কোন অবস্থাতেই ৫০/- টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া প্রতিটি সেমিষ্টারের বই বিতরণের জন্য মাত্র ১ মাস সময় দেয়া হয়। এই এক মাস অতিক্রান্ত হলে কোন অবস্থাতেই বই দেয়া হয় না। টাকা দিয়ে যখন বই নিতে হয় তখন শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য সব সময় বই গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত। প্রতি ছয় মাস অন্তর ৪৬৫/- টাকা ব্যয় করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য কোর্স ফি কিছুটা কমানো উচিত। বই নেয়াটা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে পরীক্ষা দিলে ক্ষতি কি? এ বিষয়ে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ রইল।

(ঙ) টিভি প্রোগ্রামঃ দূর শিক্ষণে বি, এড কোর্সের শিক্ষা প্রদানের অংশ হিসাবে সপ্তাহে ১ দিন ১৫ মিনিটের একটি প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়। প্রোগ্রামটি প্রতি ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয় কারণ ১৫ মিনিটে অতি সামান্য আলোচনা করা সম্ভব হয়। প্রোগ্রামটি ৩০ মিনিটের জন্য প্রচার করা উচিত এবং আরো বিস্তারিতভাবে বিষয়বস্তুর উপরে আলোচনা করা হলে ভালো হয়।

(চ) ভর্তির নিয়মাবলীঃ যে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম দুই বছর কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কোর্সে ভর্তির উপযোগী। তবে আগে আসলে আগে ভিত্তিতে তিন হাজার আসনের অর্ধেক পূরণ করা হয় এবং অবশিষ্ট আসন চাকরির জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পূরণ করা হয়। যে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে তিন বছর কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কোর্সে ভর্তির উপযোগী বলে গণ্য করা উচিত। অপর দিকে সকল আসন চাকরির জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পূরণ করা উচিত।

(ছ) প্র্যাকটিস টিচিংঃ দ্বিতীয় সেমিষ্টার শেষে প্রথম সামার স্কুল চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে "অনুশীলন পাঠ" সংক্রান্ত ২টি বিষয়ে ৩০×২=৬০টি পাঠ টিকা বা লেসন প্লান তৈরী করতে হয়। একজন শিক্ষার্থীর জন্য এতটা পাঠ টিকা তৈরী করতে খুবই কষ্ট স্বীকার করতে হয়। লেসন প্লান তৈরী করার পদ্ধতি জানার জন্য প্রতি বিষয়ে ১৫টি করে সর্বমোট ১৫×২=৩০টি লেসন প্লান তৈরী করলেই যথেষ্ট।

তাছাড়া প্র্যাকটিস টিচিং-এর অন্য এক অংশে বি, এড কলেজের মিলনায়তনে পরীক্ষার্থীদের মধ্য হতে একজনকে শিক্ষক হিসাবে অন্যদেরকে বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদান করতে হয়।

দূর শিক্ষণে বি, এড কোর্সের উপরে বর্ণিত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূর করতে পারলে দূর শিক্ষণে বি, এড কোর্সটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি পদক্ষেপরূপে বিবেচিত হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

এই কোর্সটিকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকরী করে তোলার জন্য উপরোক্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

—মোঃ আনসার উদ্দিন